ঝিনাইদহে স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী অফিসে হামলা-ভাংচুর আহত ৬, গ্রেপ্তার ২

ঝিনাইদহ-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল এর নির্বচনী অফিসে নৌকা প্রতীকের সমর্থনকারীরা হামলা ও ভাংচুর করে ৬জনকে গুরুতর আহত করেছে। তাদের মধ্যে ৪ জনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটী ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া বাজারে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন একই ইউনিয়নের ঘোড়ামারা গ্রামের রোজদার মন্ডলের ছেলে আকাশ মন্ডল (২২), বাজিতপুর গ্রামের লিয়াকত লস্করের ছেলে মোঃ আকিজ লস্কর (৩৭) একই গ্রামের খয়বার মন্ডলের ছেলে আব্বাস আলী (৩০) এবং মহসিন শেখ। আহত ২ জনকে আশংকাজনক অবস্থায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে বলে স্বজনরা জানান।

এই হামলা এবং ভাংচুরের ঘটনায় জড়িত সন্দেহভাজন ২জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলেন জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া। তিনি বলেন সংবাদ পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো পর পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। সহিংসতার সংবাদ পেলেই সেখানে পুলিশের গ্রেপ্তার অভিযান চলবে।

আলমডাঙ্গায় একের অধিক নির্বাচনী অফিস নির্মাণে তিন প্রার্থীকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে সংসদ নির্বাচনে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অপরাধে তিন প্রার্থীকে সাড়ে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রামমাণ আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাচনে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট ও আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা পৌরসভার বিভিন্নস্থানে নির্বাচনী আচরণ বিধি মানা হচ্ছে কিনা সেটা তদারকিতে মাঠে নামে ভ্রাম্যমাণ আদালত। আওয়ামীলীগের মনোনীত নৌকা প্রতিকের প্রার্থী ও স্বতন্ত্র ঈগল প্রতিকের প্রার্থীর পৌর এলাকায় একের অধিক নির্বাচনি অফিস থাকায় তাদের দুজন কর্মীকে জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। নৌকার প্রার্থীর কর্মীকে আড়াই হাজার টাকা ও ঈগল প্রতীক প্রার্থীর কর্মীকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়া স্বতন্ত্র ফ্রীজ প্রতিকের প্রার্থীকে এম.এ. রাজ্জাক খাঁন রাজের বৈদ্যুতিক ল্যাম্পপোস্টে ভোটের পোস্টার স্থাপন ও মাপের অধিক বড় বিলবোর্ড নির্মাণের জন্য তার কর্মীকেও ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় নির্বাচনে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ জানান, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। নির্বাচনে সকল প্রার্থীকেই আইন মেনে চলতে হবে। নির্বাচন পর্যন্ত এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় ঈগল প্রতীকের প্রার্থীর প্রচার কাজে নিয়োজিত ইজিবাইক চালককে ধারালা অস্ত্রাঘাতে জখম

চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমী বিদ্যালয়ের মোড়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালার ঈগল প্রতীকের প্রচার কাজে নিয়োজিত ইজিবাইক চালক রুবেল হোসনকে (৩০) ধারালো অস্ত্রাঘাতে জখম করা হয়েছে। আহত রুবলকে রক্তাক্ত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে

ভর্তি করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) বেলা পৌনে ৩টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বাগানপাড়ার মিনারুল ইসলামের ছেলে ইজিবাইক চালক আহত রুবেল চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালার নির্বাচন প্রচার কাজ নিয়জিত রয়েছে।

আহত রুবলের মামা আসাবুল হক বলেন, এদিন সকালে ঈগল প্রতীকের প্রচার কাজে ব্যবহৃত মেমোরী কার্ড

নিয়ে ওই এলাকার মফিজুরের সঙ্গে রুবলের বাকবিতন্ডা হয়। এরই মধ্যে মফিজুরের ভাগ্নে শাহাদাৎকে বিষয়টি জানায়। তারপর দুপুরে প্রচার চালাতে মাইক নিয়ে একাডেমী বিদ্যালয়ের মোড় গেলে শাহাদাৎ ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে জখম করে। এরপর স্থানীয়দের সহযোগীতায় তাকে উদ্ধার করে সেখান থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়।

সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সোহরাব হোসন বলেন, আহত রুবলের শরীলের পিঠে ধারালো অস্ত্রাঘাতের জখম হয়েছে। সেই ক্ষতস্থানে সেলাই দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে ভর্তি রাখা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকন্দার আলী বলেন, এটা নির্বাচন কেদ্রীক কোন ঘটনা নয়। দুজনই ইজিবাইক চালক। একটি মেমোরী কার্ড দেওয়া নেওয়াকে কেদ্র করেই আঘাতের ঘটনাটি ঘটেছে। তবে বিচার প্রার্থীর কাছ থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পাওয়া গেলে সেটার ওপর ভিত্তি করে প্রয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় ছেলুন জোয়ার্দ্দারের গণসংযোগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার

মনোনীত প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ইউনিয়নে গনসংযোগ করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিকার তিনি পিটিআই মোড়,কান্তপুর ব্রিজ মোড়, মুন্সিগঞ্জপশুহাট, জেহালা, রোয়াকুলি, বন্ডবিল, রেলস্টেশন এলাকা ও আলমডাঙ্গা পৌর পশুহাট এলাকায় গণ সংযোগ করেন।

গন সংযোগ কালে তিনি বিভিন্ন মানুষের সাথে কুশল বিনিময় করে নৌকায় ভোট প্রার্থনা করেন।

এ সময় তিনি বলেন,আওয়ামীলীগ সরকার উন্নয়নের সরকার,আওয়ামীলীগ যখনই ক্ষমতায় আসে তখনই দেশের উন্নয়ন হয়।বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে গৃহহীন দের গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছে।যাদের জমি নেই তাদেরও জমি সহ গৃহ নির্মান করে দিয়েছে।বয়স্ক,বিধবা,প্রতিবন্ধি সহ ৫৩ প্রকারের ভাতা দেওয়া হচ্ছে।গরীব মানুষদের জন্য স্বল্প মুল্যে চাল ডাল, তেল,পেঁয়াজ দিচ্ছে।প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্টানে বিল্ডিং করে দিয়েছে।বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই তুলে দেওয়া হচ্ছে।সন্ত্রাস নির্মুল করার পর মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারছে।

বিগত সরকার আমলে সন্ত্রাসীদের লালন করা হয়েছিল।কিন্ত বর্তমান সরকার সন্ত্রাস নির্মুল করে যুগান্তকারি পদক্ষেপ নিয়ে মানুষকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

দেশের এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত ররাখতে আবারও নৌকায় ভোট দিবেন। গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুছা,সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,সাবেক সহ-সভাপতি আলহাজ লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,সাবেক পৌর সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম,পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,কালিদাশপুর ইউনিয়নের সভাপতি জয়নাল আবেদীন,যুবলীগ নেতা হিটু,সৈয়কত খান প্রমুখ।

কুষ্টিয়া-২ আসনে ট্রাক প্রতীকের গণসংযোগে ব্যস্ত কামারুল আরেফীন

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ট্রাক প্রতীকে গণসংযোগ করছেন স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী, উপজেলা আ’লীগের সাধারন সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

আজ বৃহস্পতিবার ভেড়ামারা উপজেলার বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ী ও পথচারীদের মাঝে তিনি ট্রাক প্রতীকের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। এ সময় ভোটারদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

কামারুল আরেফীন বলেন, দুই উপজেলায় সর্বশ্রেণীর মানুষ আমার ট্রাক প্রতিকের পক্ষে মাঠে নেমেছে। এই দুই উপজেলার শুধু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা নয় সাধারণ মানুষ আমাকে ভালবাসে, এটা দুই উপজেলার মানুষ আরেকবার প্রমাণ করেছেন। আমি তাদের ভালবাসার প্রতিদান দিতে চাই। ‘জনগণ পরিক্ষিত ত্যাগী ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম জনপ্রতিনিধি চান। তারা ঐক্যবদ্ধ। ফলে তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।’

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসেন রাজু, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবু হেনা মোস্তফা কামাল মুকুল, ভেড়ামারা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আকরাম হোসেন শামীম, সাধারণ সম্পাদক মানিক মিয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি আহাদুজ্জামান রানা, উপজেলা আ’লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, শ্রমিকলীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়নে

প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান (ছোট), মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, মেহেরপুর মহিলা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি রেহেনা মান্নান, সপুরা খাতুন সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে নৌকার পোস্টার ঝুলছে, আচরণ বিধি অমান্য করে

ঝিনাইদহে এবার নৌকার পোস্টার ঝুলিয়ে যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলেন ঝিনাইদহের দুই আসনের নৌকার প্রাথী তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি। শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কের শিল্পকলা একাডেমীর সামনে থেকে পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত এদৃশ্য পরিলক্ষিত

হয়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় ঝিনাইদহের দুই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলের বাড়ির প্রবেশ পথ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সামনে এমনভাবে পোস্টার টাঙ্গানো হয়েছে যাতে দোকান দেখা যাচ্ছে না। শুধু তাই নয় রশিগুলো ঝুলে আছে। রিকসায় বা ইজিবাইকে অথবা একটু বড় গাড়ী গেলে ছিড়ে যাবে। নৌকার পোস্টারগুলো যত্রতত্র এভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

পথচারীরা জানান, এভাবে পোস্টার ঝুলিয়ে রাখার জন্যে যাতায়াতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও ইচ্ছেকৃতবাবে এভাবে পোস্টার ঝুলিয়ে রাখার অন্য কারন থাকতে পারে বলে অনেকে জানিয়েছেন। যাতায়াতের সমস্যার কারনে যদি কেউ সেটি অপসারণ করে বা ছিড়ে ফেলে বা নামিয়ে রাখে তখন সেটাকে কেন্দ্র করে ইস্যু তৈরি করে একটি অঘটন ঘটে যেতে পারে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতিনিধির মাধ্যমে বিষয়টি প্রশাসনকে জানালে পরে তা অপসারণ করে উচু করে বেধে দেওয়া হয়।

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে বিএনপি একদিন জনগণের মন থেকে মুছে যাবে: হানিফ

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে বিএনপি একদিন জনগণের মন থেকে মুছে যাবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর-ভাদালিয়া বাজারে নির্বাচনী পথসভায় যোগ দিয়ে বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, যখন কোন রাজনীতিক দলের প্রতি সাধারণ জনগণের সমর্থন থাকে, সেই দলটি কখনোই সন্ত্রাসীর পথ বেছে নেবে না। বিএনপি সন্ত্রাসীর পথ বেছে নেয়ার কারণেই জনবিচ্ছিন্ন, তাদের জনগণের

সমর্থন নাই। জনগণের সমর্থন যেখানে থাকে না সেই দলের কোন কর্মসূচিই সফলতা লাভ করে না।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত তাদের রাজনৈতিক আদর্শের কারণে নির্বাচনে আসেনি। তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য যদি দেশের উন্নয়নের জন্য, জনকল্যাণে হয় তাহলে এই নির্বাচন দল-মত নির্বিশেষে সবাই সমর্থন করুন। দেশের কাজ করছি, কুষ্টিয়ার জন্য কাজ করছি। নির্বাচনে আপনারা নেই কিন্তু সমর্থন তো করতে পারেন। সবাই সমাজে যদি মিলেমিশে এক থাকতে পারেন। তাহলে কেন সবাই মিলেমিশে ভোট দিতে পারবেন না?

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক থাকায় সাংগঠনিক কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। তারপরও আমি আমার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আমি যখন সংসদ সদস্য হয়েছিলাম তখন কুষ্টিয়া অনেক পিছিয়ে পড়া জেলা ছিল। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, সিলেটসহ অন্যান্য জেলা দ্রুত এগিয়ে গেছে। আমরা পিছিয়ে ছিলাম কারণ যারা সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ছিলেন তারা হয়ত সেভাবে গুরুত্ব দিতে পারেননি। আমি কুষ্টিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার চেষ্টা ছিল কিন্তু পরিপূর্ণভাবে পারিনি।

নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, শান্তি ও উন্নয়ন-অগ্রগতির কুষ্টিয়া গড়ার জন্য কাজ করছি। আগামী দিনের উন্নত কুষ্টিয়া গড়ার প্রত্যয়ে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিবেন- এই প্রত্যাশা করি।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আসগর আলীসহ জেলা আওয়ামী লীগ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রলীগের সভাপতি বাঁধন, মানেন না সংগঠনের গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গঠণতন্ত্র মোতাবেক ব্যবসায়ী ও বিবাহিত কোন ব্যক্তি ছাত্রলীগের কমিটিতে থাকতে পারবেন না। কিন্তু এ দুটি অসঙ্গতি রয়েছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের।তিনি এক কন্যা সন্তানের পিতা, পেশায় ঠিকাদার ব্যবসায়ী। ছাত্রলীগের জেলা কমিটির মেয়াদ অনেক আগে শেষ হলেও এখন পদের লোভে নতুন কোন সম্মেলনও করেননি।

কিন্তু তিনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র তা কেউ জানেন না। ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে বিয়ে করেছেন। প্রায় বছর হতে চললো সন্তানের বাবাও হয়েছেন। কিন্তু তাতে কি? ছাত্র বা বিবাহিত যাই হোন না কেন তিনি জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির মত লাভজনক পদ এখনো ছাড়েননি। কেউ তাকে ছাড়াতে পারেনওনি।

ছাত্রলীগের সভাপতির পদ পাওয়ার পর থেকে ক্ষমতার শীর্ষে থেকে তিনি হয়েছেন কোটিপতি। ছাত্র না থাকলেও তিনি মায়ের নামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ করছেন। অনলাইন জুয়ার সাথেও রয়েছে তার সখ্যতা। নিজেও অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নিজ এলাকায় কিনেছেন বেশ কিছু সম্পত্তি। একই দাগে কিনেছেন প্রায় ৫ বিঘা জমি। এছাড়া নামে বেনামেও রয়েছে বেশি কিছু সম্পত্তি। ছাত্র রাজনীতি করাকালীন সময়ে কিভাবে কোটি কোটি টাকার মালিক তা নিয়ে সমালোচনা অনেক।

আব্দুস সালাম বাঁধন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের মৃত আশরাফ হোসেন বাবলুর ছেলে এবং মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ভাতিজা। মূলত চাচা মিলুর উপর ভর করেই তার এ শক্তি। তারা চাচা আমাম হোসেন মিলু দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে বিদ্রোহী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেন। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ওই নির্বাচনে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন সরাসরি নির্বাচনে প্রচারণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

তিনি মুজিবনগর উপজেলা শ্রী রতনপুর গ্রামের ওয়াকারুল হক পলাশের মেয়ে মাকুসরাত মোমেনিন সাথীর সাথে বিয়ে করে সংসার করেছেন।

আলমডাঙ্গায় ঈগল প্রতীকের মিছিল ও পথসভা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র (ঈগল) প্রতিকের প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার নির্বাচনি মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলা মঞ্চ থেকে ঈগল প্রতিকের মিছিলটি বের শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পৌর এলাকার আলতায়েবা মোড়ে পথসভা করেন। এর আগে, বিকেল ৩ টা থেকে উপজেলা ও পৌর এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে স্লোগানে স্লোগানে উপজেলা মঞ্চ প্রাঙ্গণে একত্রিত হয় দিলীপকুমার আগরওয়ালার পক্ষের সাধারণ ভোটারা। স্লোগানে মুখরিত হয়ে পড়ে পুরো শহর। মিছিলে অংশ নেয় শত শত নারীরাও।

এসময় জেলা ও উপজেলা আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরাও মিছিলে অংশ নিয় পরে পথসভায় যোগদান করেন । ঘন্টা ব্যাপী পথসভায় আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা বক্তব্য রাখেন। দিলীপকুমার আগরওয়ালার ঈগল প্রতিকে বিজয়ের লক্ষ্যে ঐক্যমত প্রশোন করেন নেতা-কর্মীরা ও ভোটারবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র ঈগল প্রতিকের প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আমি আপনাদের সন্তান, আমার নাম দিলীপ। আমার কাছে কোন ধর্ম, জাতির ভেদাভেদ নেই। আগেও ছিল না, এখনো নেই। আমার রক্ত লাল আপনার রক্তও লাল। যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি তখন হিন্দু কিংবা

মুসলমান ধর্মের পার্থক্য থাকে না। থাকে না কোন ভেদাভেদ আমার একটাই পরিচয় আমি আপনাদের সন্তান।

তিনি আরো বলেন, আমি এই চুয়াডাঙ্গা জেলায় জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বাবা-দাদার সিনেমাহল ব্যবসা থাকার সুবাধে আপনাদের অনেকের সাথেই দীর্ঘদিনের পরিচয়। আলমডাঙ্গার মানুষ যে কষ্টে আছে, উপস্থিত বক্তাদের বক্তব্যে আমি বুঝতে পেরেছি। একটা কথা- আপনাদের ভোট আপনারা দিবেন, যাকে খুশি তাকে দিবেন। যদি আপনারা মনে করেন দিলীপ আপনাদের ভাই কিংবা বন্ধু অথবা সন্তান মনে করেন, তাহলে আগামি ৭ জানুয়ারি ঈগল মার্কায় ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন। আমি যদি আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারি, তাহলে আলমডাঙ্গার মানুষের সু-চিকিৎসার জন্য আর বাইরের জেলায় যেতে হবে না। শিক্ষার জন্যও এ জেলা তথা আলমডাঙ্গার মানুষ বাইরে লেখাপড়া করতে যেতে হবে না। আলমডাঙ্গাতে গড়ে তোলা হবে উন্নতমানের হাসপাতাল ও ইউভার্সিটি।

দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আলমডাঙ্গার প্রতিটি ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সম্মত চিকিৎসা সেবা নেই। আমি আপনাদের সমর্থনে ভোটে নির্বাচিত হই, তবে আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা স্মার্ট হিসেবে গড়ে তুলবো।

নির্বাচনী মিছিল ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ সামসুল আবেদিন খোকন, সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুল মালেক, সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য অ্যাডভোকেট শফি, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাউসার আহম্মেদ বাবলু, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি মতিয়ার রহমান ফারুক, ভাইসচেয়ারম্যান ও উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সালমুন আহম্মেদ ডন, সাবেক খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রেজাউল হক তবা, কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ রানা মন্ডল, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা